Mr. S. Rahman
Asst. Insp., Jute Regulation,
P.O. Kachua, Tippera.

Regtd. No. D A. 147

বার্ষিক মূল্য ৬৲ টাকা
ছয় মাসে ৩৷০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা
অফিস ঃ
মুসলিম আর্ট প্রেস
খুলনা

তওহীদ

তওহীদ
স্পষ্টবাদী ও নির্ভীক
সাপ্তাহিক

সম্পাদক ঃ আব্দুল ওহাব সিদ্দিকী

১ম বর্ষ ঃঃ শুক্রবার, ৭ই আষাঢ় ১৩৫৮ ইং ২২শে জুন ১৯৫১ ১৬ই রমজান ১৩৭০ হিজরী ৪৫ সংখ্যা

রাষ্ট্রের দুশমনী করতে গিয়ে যারা ধরা পড়েছে

হায়দর আবাদ (সিন্ধু) ১৫ই জুন— অন্যতম রাওয়ালপিণ্ডি ষড়যন্ত্র মামলা এখানে শুরু হইয়াছে। তিন জন বিচারকের দ্বারা গঠিত 'বিশেষ 'ট্রাইবুনালে' বিচার চলিবে। ইহা বর্ত্তমান যুগের একটি ঐতিহাসিক মামলা। হুকুমতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আর এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছেন এমন ব্যক্তিরা— যাহাদের হাতেই রাষ্ট্রের জীবন মরণের কলকাঠি। যাহাদের সামান্য দুরভিসন্ধি সফল হইলে পাক রাষ্ট্রের বুনিয়াদ ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যাইত। খোদা রক্ষা করিলে মারে কে? মেজর জেনারেল আকবর খাঁ— যিনি সৈন্য বিভাগের উর্দ্ধতন কর্তা আর তিনি প্রধান আসামী। তার সাথে আরও অনেকে আছেন দেশের বাছা বাছা কৌসুলীরা বিভিন্ন আসামীর পক্ষে দাঁড়াইয়াছেন। বাংলা দেশের কৌসুলির মধ্যে আছেন একমাত্র শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দী তিনি নিযুক্ত হইয়াছেন ব্রিগেডিয়ার লতিফের কৌসুলী। অন্যান্য শান শওকতের সাথে মামলার কাজ শুরু হইয়াছে।

যে জায়গায় মামলার শুনানী চলিতেছে, তাহার পটভূমিকা অনেক ঐতিহাসিক ঘটনায় ভরপুর। ইহা বাদশাহী আমলের ইতিহাস প্রসিদ্ধ কারাদুর্গ। এখানে বহু রাষ্ট্রবিদ্রোহীর বিচার হইয়াছে— যুগে যুগে। সেখানকার কক্ষে বসিয়া বিচারকগণ আসামীদের মৃত্যু পরওয়ানায় দস্তখত করিয়াছেন। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী —গুরুতর আসামীদের বিচার ইংরাজও এখানে করিয়াছেন। সিন্ধুর শেষ বাদশাহ নূর মোহাম্মদ খানকে সপরিবারে হত্যার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল এই খানে বৃটিশরা। সিন্ধুর ঋষি-পুরুষ মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ধৃত হইলে এই দুর্গে বিচার শুরু হয়। তাহার মামলা 'রেশমী রুমাল মামলা' নামে বিখ্যাত। এই রেশমী রুমালে তিনি মধ্য প্রাচ্যে গোপন সংবাদ পাঠাইতেন। কিন্তু বৃটিশের ফাঁসীর রজ্জু তাঁহাকে স্পর্শ করার পূর্ব্বে তিনি সেই দুর্গ প্রাচীর হইতে পলায়ন করেন কাবুলের পথে সোজা মস্কোয় সেখান হইতে মক্কাশরীফে। সিন্ধুর হুর নেতা পীর পাগারোর ফাঁসী হইয়াছিল এই জেলে। তখন আল্লাবখশ প্রধান মন্ত্রী। সে ১৯৪৩ সালের কথা।

রাওয়ালপিণ্ডি ষড়যন্ত্র মামলার যে বিচার আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বাহিরে প্রকাশিত হইবে না। এই জন্য যত প্রকার হুশিয়ারী অবলম্বনের দরকার, সরকার পক্ষ হইতে তাহা করা হইয়াছে। এই মামলার সহিত সংশ্লিষ্ট আইনজীবিদের নিকট হইতে এইরূপভাবে 'হলফ-নামা' গ্রহণ করা হইয়াছে যে, তাঁহারা মামলার কোন কথা ঘুর্ণাক্ষরেও বাহিরে প্রকাশ করিবেন না।

আসামীগণ যখন বিচারকক্ষে আনীত হইলেন তখন তাহারা বেসামরিক পোষাক পরিহিত ছিলেন।

কাহারা কাহারা এই মামলার আসামী এবং কোন কৌসুলী কাহার পক্ষে দাঁড়াইয়াছেন নিম্নে তাহার

[৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

কুলে অফিসে গোপনে লোক লওয়া হইল কেন ?

খুলনা জেলায় তিনটি নূতন টোল বা কুত অফিস শীঘ্র স্থাপিত হইবে। এই জন্য বিভাগীয় চীফ ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক সুপার ইঞ্জিনিয়ারের নিকট কর্ম্মচারী নিয়োগের নির্দ্দেশ আসে। প্রত্যেক অফিসে টোল কালেক্টর এসিষ্ট্যান্ট টোল কালেক্টর, কুত নবিস, কয়াল এবং খালাসী ইত্যাদিতে নয়জন লোক নিয়োগের কথা।

[illegible]

পালা শেষ করিয়াই Executive Engineer সাহেব ময়মনসিংহে বদলী হইয়াছেন। বাহিরের লোক এ সম্পর্কে কিছুই জানিতে পারে নাই। অনেক ভাগ্যবান নাকি মন্ত্রী সেক্রেটারীর সোপারেশ লাভ করিয়াছেন।

খুলনা জেলায় এতগুলি লোক নিয়োগের খবর এ জেলাবাসী আদৌ জানিতে পারিল না, ইহা বিস্ময়ের বিষয়। তাই খুলনাবাসী জনসাধারণের অভিযোগ নিম্নরূপ ঃ—

(১) কর্ম্মপ্রার্থীর কোন প্রকার বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় নাই,

(২) জেলার একমাত্র এবং বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র 'তওহীদ'-এ বিজ্ঞাপন দিলে নিয়মতান্ত্রিকতা বজায় থাকিত এবং সকলে জানিতে পারিত

(৩) প্রার্থীগণকে কোন Interview দেওয়া হয় নাই, অথবা শেষ তারিখও ঘোষিত হয় নাই।

(৪ নিয়োগ কর্ত্তা খেয়ালখুশি মত লোক নিয়োগ করিয়াছেন

(৫) খুলনা জেলার কোন লোক চাকরী পায় নাই।

অভিযোগগুলির ধারাবাহিক বিশ্লেষণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। ইহাও শুনা যাইতেছে Executive Engineer অফিসের এক শত টাকার অধিক বেতন পাইতেছেন এমন কর্ম্মচারী টোল অফিসের ৬০৲ টাকা বেতনের চাকরী নাকি গ্রহণ করিয়াছেন। যদি সত্যই তাহাই হয়, তবে কিসের জন্য ? কুত অফিসে বাজে আয় খুব বেশী আছে বলিয়া নয় কি ? এইরূপ কু-মতলব বাজ লোককে সত্যই যদি চাকুরী দেওয়া হইয়া থাকে, ইহা নিশ্চয়ই সমাজ ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্য হইয়াছে।

খুলনা আজ দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর কবলে। এখানকার বহু শিক্ষিত যুবক বেকার অবস্থায় রহিয়াছে, ইহাদের একটিকেও একটা চাকরী দিলে একটা মৃত্যু-পথযাত্রী পরিবার বাঁচিয়া যাইতে পারে। খুলনায় পোর্ট হইতেছে। নূতন নূতন বিদেশী কোম্পানী আসিয়া কারবার বসিতেছে, সরকারী চাকরীও বা কত খালি হইল, কিন্তু খুলনাবাসী উহার কয়টা চাকরী পাইয়াছে ?

যাহউক পূর্ত্তবিভাগের মাননীয় মন্ত্রী এবং রাজশাহী বিভাগের চীফ এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে খুলনাবাসী আজ দৃঢ়তার সহিত দাবী জানায় ঃ পূর্ব্বের নিয়োগ বাতিল করিয়া দিয়া নিয়মতান্ত্রিক উপায় আবার কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হউক, এই জন্য 'তওহীদ' পত্রিকায় বিজ্ঞাপণ প্রদান, দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ এবং সাক্ষাৎদানের নির্দ্দিষ্ট দিন ঘোষনা করা হউক। এতদ্ব্যতীত চাকরীর শতকরা ৬০টী খুলনাবাসী বিশেষ করিয়া দুর্ভিক্ষ অঞ্চলের লোকদের জন্য সংরক্ষিত রাখিতে তাহারা আরও দাবী জানায়। **এই দারুণ দুর্দ্দিনে তাহাদের উপর বেইনসাফী করিলে দুনিয়া ও আখেরাতে কঠোর জবাবদিহি করিতে হইবে।**

বড়দের জন্য কি রোজা মাফ ?

গত ১৬ই জুন জনাব এস. এম. আফজাল খাঁ প্লেনে খুলনায় আগমন করেন। দুষ্ট লোকেরা বদনাম রটায় ঃ তিনি নাকি রোজা ছিলেন না। পাকিস্তানের খাদ্য মন্ত্রী— যাঁর ভাণ্ডারে তিন লক্ষ মণ খাদ্য এখনো মওজুদ রহিয়াছে, তিনি রোজা রাখিবেন কোন দুঃখে ? ছোট-ছাড়া মোসাফেরী হালাতের জন্য রোজা কাজা জায়েজ আছে। তবে যে সমস্ত উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে মন্ত্রী সাহেবের সহিত মোলাকাত করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারাও কি মোসাফের, না তাঁহাদের রোজা মাফ ?

খুলনায় যুদ্ধ জাহাজ 'শমশের'

পাকিস্তানের যুদ্ধ জাহাজ 'শমশের' গত ১৬ই জুন খুলনায় আগমন করে। ইহা অষ্ট্রেলিয়া হইতে চট্টগ্রাম হইয়া আসিতেছে। কলম্বো হইয়া ইহা করাচী যাইবে। জাহাজখানি খুলনার ষ্টিমার ঘাট পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। সৈন্য এবং নাবিকগণ স্থলে নামিয়া দলে দলে টাউন ঘুরিয়া বেড়ায়, পরে বৈকালে মিলিটারীদের সহিত তাহারা খুলনার মাঠে হকি খেলে। মাঠে বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল।

তওহীদ

৭ই আষাঢ় শুক্রবার

কাজের পরিচয় দাও

—০:(০):০—

মানুষের দুর্গতি-দুরবস্থার প্রতিকার মানুষেই করে। ইহা মানুষের ধর্ম্ম! কিন্তু মানুষ এমনই ভাবপ্রবণ এবং সাময়িক-চঞ্চল যে, বাহিরের অনুপ্রেরণায় হঠাৎ তাহার দেহের রক্ত টকবগ করিয়া ফুটে। ভালোর দিকে হউক, মন্দের, দিকে হউক, তার কর্ম্মশক্তির 'ডাইনামো' সক্রিয় হইয়া উঠে। আবার কিছু দিনের মধ্যে উহা বন্ধ হইয়া যায়।

ইহার একটা টাটকা নজীর আমরা দক্ষিণ খুলনার সাহায্যপ্রদান ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যথাভরা হৃদয়ে লক্ষ্য করিতেছি। গভর্ণমেণ্ট রিলিফ, খয়রাতী সাহায্যপ্রদান এবং অল্পমূল্যে ধান-চাউল বিতরণের জন্য যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এবং শুরুতে যেভাবে কাজ আরম্ভ করা হইয়াছিল, তাহাতে আমরা মনে করিয়াছিলাম সরকারের সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছে। বৃটিশ যুগের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব এবং রাশভারী আত্মমর্য্যাদা পরিত্যাগ করিয়া মানুষের দুঃখে তাহারা 'খলিফায়ে রাশেদিনের' অতি নগণ্যতম আদর্শ ইখতিয়ার করিলেন। হজরত উমর (রঃ) নিজে ময়দার বস্তা মাথায় করিয়া কাঙাল-কাঙালিনীর ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। আর আজ সেই মহামানবের অনুসারী জনাব নুরোল আমীন, আফজল সাহেব অথবা বাতার সাহেব চাউলের বস্তা মাথায় করিয়া অনাহারে মৃত্যুপথের যাত্রীদের গৃহদ্বারে পৌঁছাইয়া দিবেন, সেইরূপ কল্পনা করাও ধৃষ্টতা। তবে তাহাদের নওকর-নফররা যদি ইহা করে— মানবতার খেদমত উদ্দেশ্য না হইলেও শুধু বড় কর্তার হুকুম তামিলের জন্য, তবেই পাক রাষ্ট্রের নায়করা কতকটা দায়িত্ব মুক্ত হইতেন। কিন্তু তাহার বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। গভর্ণমেণ্ট মানুষের সাহায্য কিছুটা দিয়াছেন এবং দিতেছেন বটে, কিন্তু তাহা এত কম যে, বিরাট এক ঝাঁক কবুতরের মুখে এক মুষ্টি ভাঙ্গা চাউল ফেলিয়া দিবার মত। তাহাও আবার বণ্টনের অব্যবস্থা এবং অসাধুনীতিতে প্রকৃত লোকের কাছে উহা সময় মত ও সুষ্ঠুভাবে পৌঁছায় না। সর্ব্বাপেক্ষা অসুবিধা হইয়াছে সরকারী সরবরাহ ব্যবস্থা। খুলনার গুদাম হইতে ডিলারগণকে ধান লইয়া যাইতে হয়। সাতক্ষীরা, শ্যামনগর এবং দক্ষিণ পাইকগাছার বেদকাশী ইত্যাদি সুদূর অঞ্চলে ধান্য লইয়া যাইতে ১৫ দিনেরও অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়। এই অযথা বিলম্বের জন্য ক্ষুধিত নর-নারী তো আর পেটে পাথর বাঁধিয়া থাকিতে পারে না? আবার কোন কোন স্থানে ডিলার নিয়োগের দারুণ অব্যবস্থা এবং ডিলার পদের প্রার্থীগণের মধ্যে অবাঞ্ছিত ঠেলাঠেলিও মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশার মাত্রা বাড়াইয়া দিতেছে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট সকলেই সাধু-পীর সাহেব নহেন। কন্‌ট্রোলের আদি যুগ হইতে কুকীর্ত্তির ইতিহাসে তাহাদের নাম সোণার অক্ষরে খোদিত রহিয়াছে। কাঙাল শাকের ক্ষেত পাইলে যেমন নাকে মুখে গুঁজিতে থাকে। ইহাদের কেহ কেহ এক সময় তেল, চিনি, চাল, কুইনাইন ইত্যাদি কন্‌ট্রোলের জিনিষ লইয়া তাহাই করিয়াছে। মানুষ ইহাদের দ্বারে মাথা কুটিয়া মরিতে থাকিলেও ইহাদের দেলে এক বিন্দু রহম হয় নাই। ফলে বহু লোক অনাহারে এবং মহামারীতে মরিয়া দুনিয়ার জ্বালা জুড়াইয়াছে। তখনকার লীগ গভর্ণমেণ্ট প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াও কয়েক লক্ষ লোককে বাঁচাইতে পারেন নাই। জনাব নাজিমুদ্দীন সাহেবের মত ঈমানদার লোক প্রধান মন্ত্রী এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দীর মত ডাংপেটা লোক সিভিল সাপ্লাইজ বিভাগের মন্ত্রী থাকিয়াও দুর্নীতি-অসাধুতার স্রোত বন্ধ করিতে পারেন নাই। আজ সেই প্রেসিডেণ্টগণের হাতে সরকারী অর্থ এবং খাদ্য বণ্টনের সর্ব্ব দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে যেখানে ধান চাল ডুমুরের ফুলের মত দুষ্প্রাপ্য, সেখানে শত শত মণ ধান হাতের কাছে পাইয়া অনেকের পক্ষে লোভ সম্বরণ করা হয়তো দুষ্কর। সুতরাং এক শ্রেণীর অতি লোভী প্রেসিডেণ্ট এবং ডিলার গরিবের বরাত কাটিয়া নিজেদের ভুঁড়ী মোটা করিবার চেষ্টা ও সাধনা যে না করিতেছেন, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। ইহার ফলে সরকারী রিলিফ এবং সাহায্যদানের ব্যবস্থা অনেক স্থানে ব্যর্থ হইতেছে। এইত গেল সরকারী সাহায্যের গতি, প্রকৃতি এবং পরিণতি। এখন বেসরকারী সাহায্য-ব্যবস্থার একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। আমরা বহুবার একটি রিলিফ কমিটির কথা 'তওহীদ'-এর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছি। সাহায্য মন্ত্রী ম'ফজুদ্দীন সাহেবের ব্যবস্থা মত এই কমিটি গঠিত হইয়াছিল গত ৬ই মে তারিখে। ডি, এম এবং লীগ সেক্রেটারী যথাক্রমে ইহার প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী। আজ দেড় মাসের মধ্যে এই 'রিলিফ কমিটি' কত টাকা সংগ্রহ করিয়া মানুষকে কতখানি 'রিলিফ' দিয়াছে, তাহার পরিচয় মোটেই পাওয়া যায় নাই। জনাব সবুর সাহেব পার্কের মিটিং-এ দাঁড়াইয়া দক্ষিণ খুলনাবাসীদের জন্য কাঁদিয়া বুক ভাসান। জনসাধারণ তাঁহারই পুত্র-কন্যা, পিতা-মাতা বলিয়া বাকরুদ্ধ কণ্ঠে দাবী করেন। তাহার পুত্র-কন্যারা খাদ্যাভাবে পানি ছাড়া কাৎলা মাছের মত তড়পাইয়া মরিতেছে, আর তিনি শহরের বুকে গাড়ী চড়িয়া আমেরী হালে কাটাইতেছেন। মুসলিম লীগ গণমতের পরিচালক বলিয়া দাবী করেন। আগামী নির্ব্বাচনে লীগ যাহাদের দ্বারে ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির ফিরিস্তি লাখে লাখে প্রচার করিয়া ভোট স্বীকারের ফাঁদ পাতিবেন, তাহাদের কয়জন দুর্ভিক্ষ অঞ্চলে পা দিয়াছেন? করমুট চাউল তাহাদের জন্য খয়রাত করিয়াছেন? দুর্গত মানবের সেবায় 'জনপ্রিয় লীগ নেতা'র বাড়ীর একখানিও ইট খসে নাই। জনাব সেক্রেটারী সাহেবের গাড়ীবাড়ী এবং দেহ এখনো পরিপুষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং আমরা কেমন করিয়া বলি, আমাদের লীগ নেতারা পূর্ণভাবে মানব সেবা করিতেছেন? তবে পরের ধনে পোদ্দারী করিয়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড গভর্ণমেণ্টের অর্থে লোন স্কীমের কাজ করিতেছে, এইটাই দুর্গত অঞ্চলবাসীদের [illegible] উপায়। তবে তাহাও আর বেশী দিনের জন্য নহে। বর্ষা একটু জোর বাঁধিলে রাস্তার কাজ বন্ধ হইয়া লক্ষ লক্ষ লোকের রুজীর পথ রুদ্ধ হইবে। চেয়ারম্যান সাহেব কয়েকবার সফরে গিয়া কিছু টাকা খয়রাতী সাহায্য বিতরণ করিয়া আসিয়াছেন। জনাব কাজী রেজাওয়ানুল্লাহ খান কয়েক নৌকা আম, কাঁঠাল, কলা এবং তাল লইয়া দুর্গত অঞ্চলে ছড়াইয়াছেন, ইহা আনন্দের কথা হইলেও স্থায়ী সাহায্য নহে।

যাহা হউক, দক্ষিন খুলনার লোক যাহাতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, সেই কাজে অগ্রসর হইতে আমরা প্রত্যেক সরকারী কর্ম্মচারী, লীগ নায়ক এবং অন্যান্য কর্ম্মীবন্ধুদের আহ্বান জানাইতেছি। আম কাঁঠাল এবং খেজুর ফুরাইয়াছে। ঘাসও বর্ষায় ডুবিয়া যাইবে। তখন দুর্গত অঞ্চলবাসীদের দুর্দ্দিন আরও ভয়াবহ ভাবে দেখা দিবে।

—০—

সাময়িকী

—০:(০):০—

আর কত দিন? — খুলনা স্কুল-বোর্ডের নির্ব্বাচন যে কতদিন পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে, তাহা অনেকের মনে নাই। কিন্তু আজ 'নমিশন' পর্ব্ব শেষ করিয়া নূতন কমিটী চালু করিবার মোটেই কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তাই একদিকে যেমন নূতন মেম্বরগণ অধীর ও অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন, তেমনি জনসাধারণও বিরক্তি বোধ করিতেছেন। দুই দলের ঠেলাঠেলিতে গভর্ণমেণ্ট ঠিক করিতে পারিতেছেন না যে, তাহারা 'শ্যাম রাখিবেন না কুল' রাখিবেন। যোগ্যজনকে নমিনেশন দেওয়াই নীতি। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থ-বুদ্ধির খপ্পড়ে পড়িয়া গভর্ণমেণ্ট যোগ্যতার বাছাই করিতে পারেন না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত নির্ব্বাচনের জন্য গণপ্রতিষ্ঠানের মর্য্যাদা হানি হয়। গভর্ণমেণ্ট যাহাকে ভাল মনে করিবেন, তাহাকেই 'নমিনেশন' দিবেন এইরূপ দৃঢ়তা যত দিন তাহারা দেখাইতে না পারিবেন, ততদিন রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধির দল তাহাদিগকে খোঁচাইতে থাকিবে। যাহা হউক আমরা খুলনা স্কুল বোর্ডের 'নমিনেশন' পর্ব্ব যথা সম্ভব শীঘ্র সমাধা করিয়া সকলের উদ্বেগ দূর করিতে সরকারের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি।

—×—

চাউল না বন্দুকের গুলী?— সম্প্রতি রেশনে এক প্রকার চাউল দেওয়া হইতেছে, ইহা কোন মুল্লুক হইতে আসিয়াছে, তাহা বুঝিতে পরি- [illegible] বৃহৎ, খাইতেও তেমনি সুস্বাদু (!)। দন্তকুলের অসম্ভব কসরত করিয়া গলাধঃকরণ করিবার সময়ে মনে হইবে যেন ডাঃ শহীদুল্লাহর 'য়্যালকালী' মিকচার খাইতেছি। একদিন ইহা খাইলে অন্ততঃ এক সপ্তাহ ধরিয়া পেটের ভিতর 'খই' ফুটিতে থাকিবে। যাহা হউক, এই ধরণের চাউল মানুষের খাদ্য নিশ্চয়ই নহে। কোন দেশে বন্দুকের গুলিরূপে হয়ত ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খুলনার লোক খাদ্যাভাবে ঘাস ও লতা-পাতা খাইতেছে তাই এই দেশের লোক ইহা পরম সুখে ভুরি ভোজন করিবে ভাবিয়া হয়ত এই সুখাদ্য এইখানে সরকার আমদানী করিয়াছেন। কিন্তু এই চাউলের দ্বারা জনসাধারণের পেটের মধ্যে গুলি না চালাইয়া বন্দুকে ব্যবহারের জন্য নির্দ্দেশ দিলে আমরা সুখী হইতাম।

রমজানের পবিত্রতা ভঙ্গের অভিযোগ

লাহোর ১৪ই জুন— রমজানের পবিত্রতা ভঙ্গ করার জন্য লাহোর পুলিশ তিন শত ব্যক্তিকে চালান দিয়াছে।

অভিযুক্তদের অধিকাংশই মিঠাই ফেরিওয়ালা, পান ও সিগারেট বিক্রেতা এবং রেস্তোরার মালিক। বিচারার্থ আদালতে উপস্থিত হওয়ার জন্য তাহাদিগকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

মানুষ ও হিংস্র পশুর একই গাছে আশ্রয় গ্রহণ

আসামে ভয়াবহ বন্যা

সম্প্রতি প্রায় ছয়টী পার্ব্বত্য নদীতে ভয়াবহ বন্যার ফলে উত্তর-পূর্ব্ব আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পাঁচশত মাইল এলাকা বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। বন্যাবিধ্বস্ত এলাকার ক্ষুধার্ত্ত মানুষ ও হিংস্র ব্যাঘ্র প্রাণভয়ে একই বৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছে, হস্তী ও অন্যান্য হিংস্র জীবজন্তু জল-প্লাবিত অঞ্চল ছাড়িয়া উচ্চ ভূমিতে উদ্বাস্তু গ্রামবাসীদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গত ভূমিকম্পের পরেকার বন্যা হইতে এইবারের বন্যার তাণ্ডব অনেক বেশী বলিয়া প্রকাশ।

বেসরকারী হিসাবে প্রকাশ, বন্যার ফলে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর পার্শ্বস্থ শত শত গ্রাম প্লাবিত হইয়া গিয়াছে— গৃহহারা হইয়াছে প্রায় দশ হাজার লোক। শত শত বর্গমাইল এলাকা পরিমিত ধান-জমি ও পাটের জমি ভাসিয়া গিয়াছে, সহস্র সহস্র গৃহপালিত পশুর মৃত্যু ঘটিয়াছে।

বড় বড় গাছ উপড়াইয়া পড়ায় উপদ্রুত এলাকায় সাহায্য পাঠান প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক লোক ভাসিয়া গিয়া তাহাদের পরিবারবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এরোপ্লেনে তাহাদের খোঁজ করা হইতেছে।

প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল

বাদকুল্লা (নদীয়া) ১১ই জুন— এখানে একটি ছাগলের অদ্ভুত বাচ্চা হইয়াছে। ইহার লেজ পৃষ্ঠের উপর, পিছনের পা ২টি অসম্ভব লম্বা, মলদ্বার বা মূত্রদ্বার নাই। ২ জোড়া অণ্ডকোষ আছে, মাথাটিও অদ্ভুত ধরণের। বাচ্চাটি এখনও জীবিত আছে এবং [illegible] খাইতেছে ইহার মালিক জনৈক চায়ের ষ্টল ওয়ালা।

—০—

ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, পূর্ব্ব বঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ডের পরিচালনায় গত এপ্রিল মাসে ম্যাট্রিক, হাই মাদ্রাসা ও স্কুল ফাইনালের যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহার ফলাফল জুন মাসের ২৭শে তারিখে প্রকাশিত হইবে। আরও জানা গিয়াছে যে, এ বৎসর ম্যাট্রিকের ফলাফল খুব সন্তোষজনক হয় নাই। গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর পাশের হার কম হইবার আশঙ্কা করা যাইতেছে। গত বৎসর শতকরা ৪৫ জন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। এবৎসর উত্তীর্ণ ছাত্রদের সংখ্যা অনুমান শতকরা ৪০ জনের অধিক হইবে না।

পূর্ব্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ডের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, উক্ত বোর্ডের পরিচালনাধীনে ১৯৫১ সালে মোট কত ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা হইল নিম্নোক্তরূপ:—

১। ম্যাট্রিক—২৯৩০৭, ২। হাই-মাদ্রাসা— ১২৩৯, ৩। স্কুল ফাইনাল — ২৮।

সাহায্য বিতরণ

গত ২৫শে মে তারিখে জনাব মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সাহেবের সভাপতিত্বে খুলনার দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দুর্গতদের স্বক্রীয় সাহায্যার্থে এক বিরাট জনসভা হয়। মওলানা সাহেবের করুন আবেদনের পর সভাস্থলে সাহায্য সংগ্রহ করা হয়। সভায় তিনটি পেন, একটি ঘড়ি ও দুইটি আংটী পাওয়া যায়। পরে ৫৲ টাকা দিয়া ঘড়িওয়ালা [illegible] পার্কার প্রেনটি নিয়ে দাতাদের মধ্যে খচলা হওয়ায় উহা ফেরত দেওয়া হয়। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে ৪৫১ টাকা কাপড় খরিদ করিয়া পাইকগাছার দুর্গত অঞ্চলে দেওয়া হইয়াছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ হইতেও প্রচুর চাল ও কাপড় বিতরণ করা হইয়াছে।

এম কহল আমিন

সম্পাদক—অভ্যর্থনা সমিতি

—০—

রাষ্ট্রের দুশমন

[১ম পৃষ্ঠার পর]

তালিকা দেওয়া হইল—

ভূতপূর্ব্ব মেঃ জেঃ আকবর খাঁ, এবং তাঁহার স্ত্রী— মিঃ লাহী ও মিঃ শফী এয়ার কমাণ্ডার ঝ ণজু এবং ব্রিগেডিয়ার সাদেক খাঁ— খাজা আবদুর রহীম এবং গিয়াস মোহাম্মদ, মেঃ জেঃ নজির আহমদ— শেখ ফয়েজ মোহাম্মদ এবং চৌধুরী আমাতুল্লাহ খাঁ, ভূতপূর্ব্ব ব্রিগেডিয়ার এম, এ লতিফ— হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী লেঃ কঃ নেয়াজ মোহাম্মদ আরবাব— কাজী মোহাম্মদ আসলাম ক্যাপ্টেঃ জাফরুল্লাহ পুশনী— হাজী মোঃ হাসান, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ— সাহেবজাদা নওয়াজেশ।

আসামীর সংখ্যা মোট ১৫ জন, তবে একজন এখনো পলাতক রহিয়াছে। মামলাটিতে ৪ শত ৫ শত সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে বলিয়া প্রকাশ। ইহা শেষ হইতে ৪ মাস সময় লাগিতে পারে।

অভাব-অভিযোগ

—×—

[মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

জেলা বোর্ডের অনুগ্রহ চাই

আমরা বিশেষ ভাবে অবগত হইয়াছি যে, দক্ষিণ পাইকগাছায় লোন স্কীমের টাকায় বহু নূতন ও পুরাতন রাস্তা বিপুলভাবে তৈয়ার করা হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় উত্তর পাইকগাছায় কয়েকটী রাস্তা যেমন কাসিমনগর-ভুর্ব্বি ডাঙ্গা, মামুদকাটী, হরিঢালী, হরিঢালী-জালালপুর, রামনাথপুর ও তেতুতলা হইতে মাহামুকাটী ঘাট ও কাশিমনগর কাটালিয়র ঘাট ইত্যাদিতে সামান্য টাকা মঞ্জুর হওয়ায় এত বড় বড় রাস্তা ভালভাবে সংস্কার হইতেছে না। আশা করি খুলনা জেলাবোর্ডের সদাশয় চেয়ারম্যান বাহাদুর জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য উক্ত রাস্তাগুলি লোন স্কীমের কিংবা এককালীন কিছু বেশী টাকা মঞ্জুর করিয়া স্থানীয় কনট্রাক্টরকে কাজ করিবার ভার অর্পণ করিয়া বাধিত করিবেন।

এতদঞ্চলের জনৈক ওয়াকিফহাল।

—০—

ষাড় বাঁধানোর মাশুল

পশু চিকিৎসা বিভাগ দ্বারা জনসাধারণ শুধু ষাড় বাঁধানোর উপকারই পাইয়া আসিতেছিলেন। অন্যবিধ উপকার প্রাপ্তদের সংখ্যা শতকরা ২। ৪ জনের বেশী হইবে না। গোলামীর আমলে জনগণের আবেদনে 'ভ্যাটার্ণারী ফিল্ড এসিষ্টাণ্টগণ' মফঃস্বলে গিয়া ষাড় বাঁধিয়া দিয়া আসিতেন। জনগণের কোন রকম মাশুল বা যাতায়াত ফি দিতে হইত না। আজাদ পাকিস্তানের যুগে জনগণ আরও অধিক সুখ-সুবিধা আশা করিয়াছিল এবং সে আশা অযথার্থ বা অলীক নহে।

কিন্তু কি আশ্চর্য্যের কথা! অধিকতর সুখ-সুবিধা পাওয়াত দূরের কথা আমাদের দক্ষিণ সিলহট লোকাল বোর্ড ষাড় পিছু সদরে আট আনা ও মফঃস্বলে দশ আনা মাশুল ধার্য্য করিয়া সাবেক সুবিধাটুকুও হরণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আজাদ রাষ্ট্র কর্ণধারগণের কি মত জনগণ তৎসম্পর্কে ওয়াকেফহাল হওয়ার আশা রাখে।

খাদেমে কওম—

আবদুন নূর, গ্রাম গাজীপুর

পোঃ কুলাউড়া, সিলহট।

জেলাবোর্ড সংবাদ

—০—

লোন স্কামে রাস্তার কাজের তালিকা

সদর মহাকুমা—

আমাদী বেদকাশী রাস্তা, ডিঃ বোর্ডের ২ হাজার সহ মোট ৭২২৫৲ টাকা

চান্দিরচক মদিনাবাদ ডিঃ বোর্ডের ৭ হাজার সহ মোট ১০১৭৫৲ টাকা

ভাণ্ডারপোল চৌকুণী ৬১০০৲ টাকা

চাঁদখালী শুড়িখালী, ডি, বির ২৫০০৲ সহ ২৩৫০০ টাকা

কামিনীবাশিয়া মাংগা, ডি, বি ৩ হাজার সহ মোঃ ১৯১৫০ টাকা

তেরখাদা-গাজীরহাট ডি, বির ৩ হাজার সহ ৫ হাজার

নর্থ খুলনা ট্রাঙ্ক, ডি, বিঃ ১৮ শত সহ ৫ হাজার ৮ শত

ছাগলাদহ-তেরখাদা, ২ হাজার

খুলনা-বাগেরহাট, ডি, বির ৫ শত সহ ১ হাজার

ফুলতলা-শাহাপুর ডি, বির ১৬ শত সহ ৩১০০ টাকা

সোলপুর-দেধীপুর ডি, বির ৬ শত সহ ১৩৩৫ টাকা

লাখোহাটী রাস্তা, ডি, বির ৯ শত সহ ২৪০০ টাকা

আমাদী-চাঁদখালী ডি, বির ৫ শত সহ ২৫০০ টাকা

তালা-পাইকগাছা ডি, বির ১৬ শত সহ ৩৫০০ টাকা

মাগুরা-বড়দল ডি, বির ১ হাজার সহ ৩ হাজার

ঘুঘরাকাটী-হগলা ৩ হাজার ৫ শত

ভাটপাড়া-মালিয়বাট্টাল ডি, বিঃ ৫ শত সহ ২ হাজার

পিলাতলা, ৫ শত টাকা

আমাদি-জায়গীরমহল, ডি, বি ১ হাজার সহ ৩ হাজার

মাশিয়ালী-আটরা ৫ শত

জামিরা-চেচুরিঘাট ডি- বির ৪ শত সহ ১২০০ টাকা

সবাইপুর ভবানীপুর ডি, বির ৪ শত সহ ২৪০০ টাকা

বালিয়া-মুড়াগাছা ডি, বির ৫ শত সহ ১৫০০৲

খুলনা-রাজঘাট ডি, বিঃ ৬ হাজার সহ ৭৫০০৲

নেহালপুর-গোরয়া ডি, বিঃ ১ হাঃ সহ ২ হাজার

মধুগ্রাম-চেচুরীবাট ডিঃ বির ২ শত সহ ১২০০৲

ভাণ্ডারপোল-হড্ডা, ২৫০০ টাকা

কালনা-মঠবাটী ৩০০০ টাকা

গড়াখোলা- দামোদর, কারীগর পাড়ার মধ্য দিয়া ডি, বির ৩ শত সহ ১৫০০ টাকা।

চেয়ারম্যান

ডি, বোর্ড, খুলনা।

জনাব এস, এম, এ মজিদ উকিল হইলেন

খুলনা জেলা-লীগের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও স্কুল বোর্ডের মেম্বর জনাব এস, এম, এ মজিদ ল' পাশ করিয়া খুলনা কোর্টে ওকালতী শুরু করিয়াছেন।

কারফিউ আইনের ফলে
জালিয়ারা ভাতে মরিতেছে

গত ১৯৫০ সালের ২রা এপ্রিল তারিখে যখন আমি সাতক্ষীরায় স্থান না পাইয়া, দেবহাটায় আসি তখন দেবহাটার বাজারে মৎস্য ও তরি-তরকারীর অভাব দেখা যায়। নমঃশূদ্র জালিয়ারা তখন অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। যাহারা আছে তাহাদেরও মন তখন উড়ু উড়ু।

সেই সময় দেবহাটা থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা ছিলেন—আবদুস সালাম। জনাব আবদুস সালাম এবং দেবহাটা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান আমাকে বলেন এতদঞ্চলের তরি তরকারীর চাষ নমঃশূদ্ররাই করিত। কিন্তু তাহারা অধিকাংশই চলিয়া গিয়াছে। যাহারা আছে তাহারাও চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত। সুতরাং চাষ-আবাদের দিকে তাহাদের খেয়াল নাই— সেই কারণে বাজারে তরি-তরকারীর অভাব।

তাঁহারা আরও বলেন যে, এ এলাকার অধিকাংশ জালিয়া পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। যাহারা আছে তাহারাও যাইবে। আমি দেবহাটার জালিয়া পাড়ায় প্রবেশ করিয় যাহারা তখনও ছিল, তাহাদের মধ্যে হাজারী লাল পাড়ুই প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি "তোমরা পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া পশ্চিম বাঙলায় চলিয়া যাইতে চাও কেন?"

উত্তরে তাহারা বলে— প্রথম কথা দেবহাটার উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা যাহারা এখনও আছেন, তাঁহারাও অধিক দিন থকিবেন না। তাঁহারা বলেন: এখানে থাকিলে হিন্দুদিগকে মুসলমান করা হইবে।

দ্বিতীয় এখানে 'কারফিউ' আইন জারী আছে। এই আইনের জন্য আমরা রাত্রে নদীতে জাল পাতিতে পারিতেছিনা। দিনে জাল পাতিলে মৎস্য যাহা ধরা পড়িবে, তাহা বিক্রয় করিব কোথায়? দেবহাটার বাজার প্রত্যহ সকালে বসে, সুতরাং আমরা বিকালে মৎস্য বিক্রয় করিব কোথায়?

আমি, হাজারী ও অন্যান্য জালিয়াদিগকে অভয় দিয়া বলি, তোমাদের ধর্ম্মের উপর কেহই আঘাত দিতে পারিবে না। পাকিস্তানে সকলে নিজ ধর্ম্ম পালন করিবার অধিকারী। তোমরা যাহাতে রাত্রে জাল পাতিতে পার, আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিব।

ইতি মধ্যে দারোগা আবদুস সালাম বদলী হন এবং তাঁহার স্থানে থানার ভারপ্রাপ্ত হইয়া আসিলেন জনাব ইয়াসিন সাহেব।

আমি হাজারীলাল প্রভৃতি সাতটি পরিবারের সাত জনকে দিয়া সাতক্ষীরার এস-ডি-ও জনাব আজিজ হাসান সাহেবের নিকট এক দরখাস্ত করাই। তিনি উক্ত সাত জনকে রাত্রে জাল ধরিবার হুকুম দিয়া উহাদের কারফিউ মাফ করিয়া দেন।

হুকুম নামা খানি দারোগা জনাব ইয়াছিনকে সাহেবকে দেখান হইলে তিনি বলেন, এ হুকুমনামা আমার নিকট থাকুক, উহারা যথানিয়মে বিশ্বস্ততার সহিত জাল পাতিতে থাকুক।

সেই দিন হইতে হাজারীলাল প্রভৃতি ৭ জন জালিয়া ইচ্ছামতি নদীতে রাত্রিতে জাল পাতিয়া মৎস্য ধরিয়া দেবহাটার বাজারে বিক্রয় করিতে থাকে— বাজার রক্ষা পায়।

ইয়াসিন সাহেব যত দিন দেবহাটা থানায় ভারপ্রাপ্ত দারোগা ছিলেন ততদিন জালিয়ারা কোনই বাধা পায় নাই।

ফকিরহাট থানায় বদলি হইয়া যাওয়ার কালে আমি জালিয়াদিগের কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিই। তিনি আমাকে বলেন: "যিনি আমার স্থলে আসিতেছেন, তাঁহাকে সমস্তই বুঝাইয়া দিয়া যাইব।"

ইয়াসিন সাহেব বদলি হইয়া যাওয়ার পরই আমি খুলনায় আসি এবং তিন মাসকাল বাস করি।

তারপর আমি দেবহাটায় ফিরিয়া গিয়া জানিতে পারি যে, দুই তিন জন কনেষ্টবলকে জালিয়ারা খাতির-তোয়াজ না করায় তাহারা দুই তিন রাত্রি জালিয়াদিগকে কারফিউ আইন মোতাবেক থানায় লইয়া গিয়াছিল। থানার দ্বিতীয় দারোগা আবদুল মালেক জালিয়াদিগের অবস্থা সবই জানিলেন ও জালিয়াদের ছাড়িয়া দেন।

এক্ষণে আবদুল মালেক দেবহাটায় নাই— তিনি এখন খুলনা থানায় বদলি হইয়াছেন। আমিও সব সময় দেবহাটায় উপস্থিত থাকিতে পারিনা। সুতরাং আমি খুলনার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও সাতক্ষীরা মহকুমা-অফিসারের নিকট জালিয়াদিগের পক্ষে আবেদন জানাইতেছি যে, উক্ত সাতটী পরিবারের এবং দেবহাটার অপরাপর জালিয়াদিগের কারফিউ মাফ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে ভিটায় থাকিবার সুযোগ দিবেন। তাহা না হইলে তাহারা দেবহাটা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে।

অভাব-অভিযোগ

—:(•):—

মেডিক্যাল স্কুল চাই

খুলনার সম্পদ পূর্ব্ব-পাকিস্তানকে অনেকাংশে গৌরবান্বিত করিয়াছে। খুলনার ধান, চাল, পাট, নারিকেল, সুপারি এবং বন সম্পদের আয় পাকিস্তানের অর্থ ভাণ্ডারের বিপুলত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি করিয়াছে সত্য কিন্তু দৈব চক্রিপাকে আজ খুলনা দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন। সে সম্বন্ধে আপাততঃ কিছু বলিতেছি না। তারপর শিক্ষা ক্ষেত্রেও খুলনা পশ্চাদপদ নয়। গত সেনসাসে যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহাতে খুলনার শতকরা ১৯, বরিশালে শতকরা ২২ এবং চট্টগ্রামে ২৩ জন শিক্ষিত শিক্ষিতের দিক দিয়া খুলনা তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। পূর্ব্বপাকিস্তানে এক মাত্র এই খুলনা ভিন্ন প্রত্যেক জেলায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন হইতেছে। খুলনায়ও শীঘ্র এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইতেছে।

যদিও পাকিস্তান সরকারকে খুলনার দেয় কম নয়, তবুও জনসাধারণ বিশেষ দরিদ্র। মেডিকেল শিক্ষা জন স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যত [illegible] নিষ্প্রয়োজন। সুদূর ঢাকা শহরে গিয়া খুলনার ছাত্রদের মেডিক্যাল শিক্ষা লাভ করা আর্থিক দিক দিয়া খুব দুষ্কর। আমরা বহুবার সরকার পক্ষের নিকট খুলনায় একটি মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের জন্য আবেদন করিয়া আসিতেছি কিন্তু সরকার এই আবেদন ন্যায় সঙ্গত বলিয়া মনে করেন না।

যাহাহউক পুনঃ সরকারের নিকট আমাদের আবেদন এই যে, খুলনা অথবা বাগেরহাটে কিংবা সাতক্ষীরায় একটি মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের ব্যবস্থা করা হউক।

—বিনীত
আবদুল করিম বি, এ
মোক্তার বাগেরহাট, খুলনা।

ভাগ্য বিড়ম্বনার শেষ কোথায়?

ভাগ্য বিড়ম্বনায় আজ আমরা এক মুষ্টি অন্নের কাঙাল। চিরদিন আমরা শত শত কাঙালের হাতে কিছু না কিছু দিয়াছি। আজ আমরা সেই কাঙালের খাতায় নাম লিখিয়া দিয়া এক মুষ্টি সরকারী সাহায্যের প্রত্যাশায় হাত পাতিয়া বসিয়া আছি। ইহাকেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস। কিন্তু তাহাও সহ্য হইত, যদি ভালভাবে সাহায্য পাইতাম। প্রেসিডেন্ট সাহেব আর্ডার দিলেন ইউনিয়নের লোকগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া দাও। তৃতীয় শ্রেণী বাদ দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণী (খ) কন্ট্রোল রেটের অর্দ্ধেক দাম দিয়া অর্থাৎ ৫।।৵০ আনা মণ দরে ধান্য পাইবে, আর প্রথম শ্রেণী (ক) পাইবে সম্পূর্ণ ফ্রি। খুশিতে মন দুলিয়া উঠিল। সরকারের মুখপত্র, গ্রামের হাকিম প্রেসিডেন্ট সাহেবের মুখে এই কথা শুনিতে পাইয়া ভবিষ্যতের আশায় কাজে [illegible] ফরিয়াদ গ্রহ্য করিলাম না। কয়েদিন অবিশ্রান্ত খাটিয়া ইউনিয়নের একটা 'ছায়া চিত্র' তাহার সম্মুখে ধরিলাম। এখন তিনি বলিতেছেন: হাফ রেটে সাহায্য পাইবে (খ) শ্রেণীর প্রতি দশজনের একজন মাত্র। কিন্তু এই ভাগ্যবান পুরুষ যে কে হইবে, তাহা স্থির করা অসম্ভব হইয়া দাড়াইয়াছে। কারণ সকলেরই অবস্থা সমান। যাহাহউক, মাত্র শতকরা দশজনের জন্য যদি এই ব্যবস্থা হয়, তা হইলে অবশিষ্ট ৯০ জনের অবস্থা কি হইবে?

মোঃ গোলাম বারী
গোবরা, পোঃ বেদকাশী
খুলনা।

সকলেরই মুখে

সাতক্ষীরা বেকারীর
রুটি বিস্কুটের তারিফ

আপনিও—

একবার ব্যবহার ক'রে দেখুন, তখন আপনাকে এর তারিফ করতেই হ'বে। কারণ সাতক্ষীরা বেকারীতে রুটি, বিস্কুট যা তৈরী হচ্ছে, একদম খাঁটি, তাই রোগীর পথ্য, অন্নের খাদ্য।

কারণ তাহাদের আর কোন পেশা নাই এবং তাহারা অত্যন্ত বিশ্বাসী।

—আবদুল গফুর সিদ্দিকী
(ডি লিট অনুসন্ধান বিশারদ)

খুলনার বাজার দর

চাউল ।।৵০ সের, ডাইল ১৲৵০ আলু ।।৵০, সরিষার তেল ৩৲, পেয়াজ ।৵০, রসুন ।।৵০, গোশত (ছাগল) ১।।০ ঐ গরু ।।৵০, মুরগী ১টা ২৲ পর্য্যন্ত, ডিম জোড়া ৵১০-৶০, কাঁচা মরিচ ।৵০-৸০, তরিতরকারী সুবিধা, মাছ দুষ্প্রাপ্য দাম ভয়ানক চড়া। ইলিশ মাছ এখনও দেখা দেয় নাই।

মোহাম্মদ শাহজাহান আলী কর্ত্তৃক মুসলিম আর্ট প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।